দৈনিক
খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 11 • Date : 10th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১১• তারিখ - ২৭ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

বিধানসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্ক, অগ্নিমিত্রাকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

খোঁজখবর ঃ বিধানসভায় ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং সেনাবাহিনীর সাফল্য নিয়ে আলোচনার মাঝেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলের মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। সেনাবাহিনীর সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করতে গিয়ে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধের কেন্দ্রে চলে আসেন দু’জনেই।

বিষয়টি ঘোলাটে হয় তখন, যখন মুখ্যমন্ত্রী সেনা অভিযানের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন এবং তা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তখনই বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল টিপ্পনি করে বলেন, “আপনি তো পহেলগামের ঘটনাও প্রশ্ন করেছিলেন”। এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টা জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “পহেলগাম নিয়ে ঠিকই বলেছিলাম। আপনি রাজনীতি বোঝেন না, ফ্যাশন বোঝেন। দু’দিন হল রাজনীতিতে এসেছেন। আপনি ফ্যাশন নিয়ে কথা বললে শুনব, কিন্তু রাজনীতি নিয়ে জ্ঞান দেবেন না”।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে বিধানসভায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিমিত্রাও পাল্টা বলেন, “অবশ্যই বলব।” তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও আক্রমণাত্মক সুরে বলতে শোনা যায়, “আপনি বেশি কথা বলবেন, আপনার কীর্তিকলাপ সব জানা আছে, সেটা আর নাই বললাম”!

এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতাসহ বিজেপি বিধায়করাও তীব্র প্রতিবাদ জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষমেশ বলেন, “অপদার্থ বিজেপি দেশের সর্বনাশ করছে”।

বিধানসভার ভেতরে এমন বাকবিতণ্ডা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা ও ভঙ্গিমা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, অন্যদিকে বিজেপির তরফেও বক্তব্যের শালীনতা নিয়ে তির্যক প্রতিক্রিয়া মিলছে।

এই বিতর্ক রাজনীতির ময়দানে দুই দলের সম্পর্ক আরও উত্তপ্ত করে তুলবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে আমন্ত্রিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে জোরদার তৃণমূলের উপস্থিতি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে দিল্লি যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার, ১০ জুন, তিনি রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত এই বিশেষ নৈশভোজে অংশ নেবেন সাতটি বহুদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা, যারা সম্প্রতি ভারতের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সফরে গিয়েছিলেন।

এই প্রতিনিধি দলগুলোর বেশিরভাগ সদস্যই বর্তমান সংসদ সদস্য। তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী পদক্ষেপের সাফল্য তুলে ধরেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন। তার পর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ভারতীয় সেনা পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে চালায় প্রতিরোধমূলক অভিযান—‘অপারেশন সিঁদুর’, যার ফলে ধ্বংস হয় একাধিক জঙ্গি ঘাঁটি।

এই অভিযানের পর ভারতের আন্তর্জাতিক এর পর তিন পাতায়

কাজল সেখের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন কাজল সেখ

কার্তিক ভান্ডারী বোলপুর বীরভূ : অনুব্রত মণ্ডলের অডিও বিতর্ক নিয়ে সোমবার বোলপুরে বিজেপির তরফে করা হয়েছিল নারী সম্মান যাত্রা আর সেই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন- রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী, সেই পদযাত্রা শেষে বোলপুর চৌরাস্তা মোড়ে পথসভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অনুব্রত ও কাজল সেখের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিভিন্ন মন্তব্য করেন।

এবার শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের পাল্টা বক্তব্য দিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, মঙ্গলবার দুপুরে বোলপুরের জেলা পরিষদের বাংলো তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী ১০০ টার মধ্যে ৯৯ টা মিথ্যা কথা বলেন। যে সমস্ত অভিযোগ তিনি করেছেন তার কোনো প্রমাণ থাকলে দিন। উনি বলেছেন আমি যেতাম ওনার কাছে। হ্যাঁ যেতাম, কিন্তু তখন তিনি হাওয়াই চটির তলায় ছিলেন। সেখানে থেকেই বিভিন্ন মন্ত্রিত্ব ও পদ নিয়েছেন তিনি । আমার পরিবার সম্পর্কে বলেছেন । আমার উপর বহুবার আক্রমণ হয়েছে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই আমার পরিবার আমার সাথে থাকে। শুভেন্দু অধিকারী আমার পরিবারকে আমার থেকে আলাদা করতে চাইছেন। উনি বীরভূম সম্পর্কে কিছু জানেন না। জেলা পরিষদের টেন্ডার সমস্ত ডিজিটালি হয়। একদিন জেলা পরিষদ এসে দেখে যান কিভাবে কি হয়।

কাজল সেখ এদিন শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যে কে কেন্দ্র করে এমনই অভিযোগ তুললেন, যা নিয়ে ফের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

ওবিসি শংসাপত্র বিতর্কে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: “ধর্ম নয়, সামাজিক ও আর্থিক অনগ্রসরতাই মানদণ্ড” — প্রতিবাদে কক্ষত্যাগ বিজেপি বিধায়কদের

রাজ্য বিধানসভায় ওবিসি (অনগ্রসর শ্রেণি) শংসাপত্র বিতরণ ঘিরে তীব্র বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার স্পষ্টভাবে জানান, “ওবিসি শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মের কোনও ভূমিকা নেই। সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষাগত ভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকেই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।” তাঁর বক্তব্য চলাকালীনই কক্ষত্যাগ করেন বিজেপি বিধায়কেরা।

গত ২ জুন মন্ত্রিসভায় রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে একটি সংশোধিত ওবিসি তালিকা পেশ করা হয়। এতে আগে থাকা ৬৬টি জাতির সংখ্যা কমিয়ে ৬৪ করা হয় এবং নতুন করে ৭৬টি জাতিকে যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ মোট ১৪০টি জাতি এই তালিকায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “এই তালিকা তৈরি হয়েছে জনশুনানি ও তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে। আদালতের নির্দেশ মেনে সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে এই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।”

বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, “এই তালিকায় তৃণমূল সরকার পক্ষপাত করছে। প্রকৃত ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। ধর্মীয় দিক চিন্তা করেই তালিকা তৈরি হয়েছে।” এর পরেই বিধানসভা কক্ষে বিক্ষোভ দেখিয়ে কক্ষত্যাগ করেন বিজেপি বিধায়করা।

রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে দ্রুততার সঙ্গে ও সঠিকভাবে তালিকা তৈরি হয়েছে। কোনও ধর্ম নয়, পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে কুর্নিশ জানাই।”

এদিন রাজ্য বিধানসভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি সাম্প্রতিক অভিযানের জন্য সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাবও পেশ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই আলোচনায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ন’পাড়া বিদুৎ বিভাগ দপ্তরে ডেপুটেশন দিল বামেরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি আন্দোলনকারীদের

খোঁজখবর, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসত : রাজ্য সরকার ভয় পেয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছে।শুধু নতুন মিটার নয়।যে সমস্ত জায়গায় ডিজিটাল মিটার সরিয়ে স্মার্ট মিটার বসানো হইছে অবিলম্বে তা পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।মূলত এই দাবি তুলে ন’পাড়া বিদুৎ বিভাগ দপ্তরে অভিযান করে সিপিআইএম পশ্চিম উত্তর এরিয়া কমিটির সদস্যরা।এদিন তাদের এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে এলকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ।তারাও মূলত একই দাবি তুলেছেন স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে।গণ ডেপুটেশন হাতে নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ দপ্তরে প্রবেশ করার মুখে পুলিশি বাধায় এক প্রকার ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে। পরে শান্তিপূর্ণ ভাবে ডেপুটেশন দেন।

সম্পাদকীয়

৫০৯ বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ ও অভিনব দই চিড়ে উৎসবে লাখো ভক্তের ভিড়

পানিহাটির অন্যতম বড় উৎসব দন্ড মহোৎসব। এবছর এই দন্ড মহোৎসব ৫০৯ তম বছরে পদার্পণ করল। প্রত্যেক বছর এই তিথিতে রাজ্যের নানান প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে মানুষজন শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের আশায় গঙ্গা তীরবর্তী মহোৎসব তলা ঘাটে ভিড় করে। এই দন্ড মহোৎসব সম্পর্কে কথিত আছে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এই ঘাটেই বটবৃক্ষের নিচে দন্ড দিয়েছিলেন হুগলির জমিদার পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে দেখার ব্যাকুল আগ্রহে খানিক নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কে অবহেলা করেছিলেন এরই এক দন্ডস্বরপ পুরি যাত্রা কালে পানিহাটিতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় রঘুনাথ দাস গোস্বামী দেখা করতে এলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তাকে দন্ড দেন। দন্ড ছিল নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাথে উপস্থিত সমস্ত ভক্তকুলকে দন্ড হিসেবে চিড়া দধির আহার করানো নির্দেশ দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃতজ্ঞচিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং সকল ভক্তকে চিরে দধির আহার করিয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য স্বরূপ হাজির করেছিলেন পানিহাটি মহৎসব তলা ঘাটে বটো বৃক্ষের নিচে। যেদিন এই শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য স্বরূপের প্রকাশ হয়েছিল সেই তিথি হিসাবেই সেই থেকে টানা মনসব তলা ঘাটে দন্ড মহোৎসব পালিত হয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন ভিড় করে চিরে দই সহযোগে বটো বৃক্ষের নিচে পুজো দিলেন এবং মনের কামনা জানালেন।

এদিন এই দন্ড মহোৎসব বা চিড়ের মেলা সামাল দিতে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতির পাশে দমকলের গাড়ি ব্যবহার করে বৃষ্টির মত জলের স্প্রে করে আবহাওয়া ঠান্ডা রাখা হল। পুলিশ প্রশাসন ভক্তদের একদিক থেকে ঢোকা এবং বেরোনোর ব্যাবস্থা করায় দুর্ঘটনাহীন ছিল পানিহাটির অনুষ্ঠানস্থল।

পৌরমাতার সাথে চুলোচুলি প্রকাশ্য রাস্তায়, ভিডিও ভাইরাল

খোঁজখবর, নিজস্ব সংবাদদাতা, পানিহাটি:তরুণী স্কুটি চালককে সপাটে চড়, পাল্টা মার খেলেন মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলারও, পানিহাটিতে ধুন্ধুমার যদিও পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

পাল্টা মার খেলেন মহিলা তৃণমূল কাউন্সিলারও

জনপ্রতিনিধি হয়ে মহিলা স্কুটি চালককে চড়! এমনই অভিযোগ উঠল পানিহাটির কাউন্সিলার শ্রাবন্তী রায়ের বিরুদ্ধে। পাল্টা কাউন্সিলারকে চুলের মুঠি ধরে পেটান ওই তরুণীও। রাস্তার মাঝে রীতিমতো চুলোচুলি বেঁধে যায়। মঙ্গলবার পানিহাটি মহোৎসবতলা ঘাটের সামনে এই ঘটনা ঘটে। যদিও পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

ট্রেনের স্লিপার কোচে যুগলের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে নেটদুনিয়ায় বিতর্ক

খোঁজখবর ঃ সামাজিক মাধ্যমে ফের ভাইরাল এক 'ঘনিষ্ঠ' ভিডিও। এবার চর্চার কেন্দ্রে ট্রেনের সাধারণ কামরা। ভিডিওটিতে দেখা যায়, স্লিপার কোচের আপার বার্থে এক যুগল একে অপরকে জড়িয়ে শুয়ে রয়েছেন। তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ট্রেনের যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মুহূর্তেই ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর তা নিয়ে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। একাংশ এমন আচরণকে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন বলে আখ্যা দিয়েছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিসরে দেখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লি মেট্রোতে একাধিকবার ঘনিষ্ঠ যুগলের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। কখনও চুম্বন আবার কখনও আরও বেশি ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। কলকাতা মেট্রো স্টেশনেও দেখা গিয়েছে একই ধরনের দৃশ্য, যা নিয়ে নেটদুনিয়ায় মতভেদ তৈরি হয়েছে।

স্লিপার কোচের এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে ট্রেনে শালীনতার রক্ষার্থে কড়া নজরদারির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জনসাধারণের মাঝে এমন প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা কতটা গ্রহণযোগ্য— তা নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে।

শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষর বাড়িতে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের হানা। অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার,নাকি বিরোধীদের চক্রান্ত!

খোঁজখবর,হুগলি:সাত সকালে শুল্ক দফতরের তল্লাশি,সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেতা তথা হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের।বললেন,তাকে কালিমা লিপ্ত করতে এই প্রচেষ্টা।নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই ধরনের তৎপরতা বাড়বে।

হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায় বাড়ি চন্ডীতলা থানার গরলগাছা গ্রামে।সেই বাড়িতেই মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের কুড়িজনের একটি দল তল্লাশিতে আসে। প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খুঁজেও কিছুই পায়নি শুল্ক দপ্তর।পাশাপাশি ডানকুনিতে তাঁর কন্যার বাড়িতেও প্রায় এক ঘন্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালান কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারীকরা সেখানেও মেলেনি কিছুই।

সুবীর মুখোপাধ্যায় একাধারে রাজনৈতিক নেতা আবার তিনি লেখক কবি এবং সমাজসেবী।নিজে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চালান।যার মাধ্যমে অনেক দুস্থ ছেলে মেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন।তার লেখা অনেক বই বেরিয়েছে।

সুবীর মুখোপাধ্যায় মনে করছেন তার ইমেজকে কালিমা লিপ্ত করতেই কেউ এই চেষ্টা করেছে তবে সেটা অন্তর্দ্বন্দ্ব নাকি বিরোধীদের চক্রান্ত তা পরিষ্কার নয় বলে জানিয়েছিলেন সকালে। তল্লাশি শেষে শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা তাকে জানিয়েছেন একাধিকবার তাদের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল এ কারণেই তারা তল্লাশিতে আসেন।যদিও কিছুই পাননি।সার্চিং সিজারে নো ফাউন্ড লিখে দিয়ে গেছেন তারা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন সুবীর মুখোপাধ্যায়,তিনি বলেন আজকের এই ঘটনা দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছি, দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসেও জানিয়েছি।

তিনি আরো বলেন ফোন সিজ করে রেখে যেভাবে তল্লাশি চালানো হয়েছে তাতে আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর দাবি ২৬ শে নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে ততই এই ধরনের কার্যকলাপ বাড়াবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি গুলোর।তাই এতে ভয় পাই না।

লালগোলা থানার বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী যুবক

নিজস্ব সংবাদ দাতা,মুর্শিদাবাদ:ফের এক বাংলাদেশী যুবক গ্রেপ্তার। এবার লালগোলা থানা পুলিসের বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হল এক বাংলাদেশীকে।ধৃত বাংলাদেশীর নাম রুহুল আমিন(৩২)।বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সুন্দরপুর গ্রামে। পুলিস সূত্রে জানা যায়,ওই বাংলাদেশী যুবক লালগোলার আটরশিয়া গ্রামে ঘোরাফেরা করছিল।লালগোলা থানার পুলিস গোপণ সূত্রে খবর পেয়ে এক অভিযান চালিয়ে ওই বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে।

এরপর ধৃত বাংলাদেশীকে মঙ্গলবার সাত দিনের পুলিস হেফাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

এর আগেও লালগোলা থানার প্রচেষ্টায় বহু অবৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লালগোলা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,ভবিষ্যতেও অবৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা হবে

দিদিকে বলো নাম্বারে ফোন করেই বাজিমাত, নদী ভাঙনের কবল থেকে এবার মুক্তি পেতে চলেছে ইন্দাসের বেতালন গ্রামের কৃষকরা

ইন্দাস, বাঁকুড়া:- বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতালান গ্রাম। এই গ্রামে ১০০ শতাংশ মানুষ কৃষি প্রধান। কৃষকদের জমির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খরস্রোতা দ্বারকেশ্বর নদী। প্রতিবছর এই দ্বারকেশ্বর নদীর ভয়াবহ বন্যায় ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এলাকার কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা কৃষি জমি বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে। গত বছরেও বন্যায় ব্যাপক ভাঙ্গন হয়েছে এলাকায়। এলাকার কৃষকদের দাবি, তারা বিভিন্ন দপ্তরে দ্বারস্থ হয়েছেন এই ভাঙ্গন রোধের জন্য। অবশেষে বাধ্য হয়ে এলাকার কৃষকরা গত বছরেই দিদিকে বল ফোন নাম্বারে ফোন করেছিলেন এবং তাদের এলাকার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। আর তাতেই বাজিমাত। রাজ্য সরকারের

> রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা,

পক্ষ থেকে অতি তৎপরতা। তড়িঘড়ি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইরিগেশন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এলাকার ভাঙ্গন রোধ করার জন্য। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে ভাঙ্গন রোধের কাজ চলছে। প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে বরাত পাওয়ার সংস্থার দাবি বর্ষার আগেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। কৃষকদের আর ভাঙ্গনের সমস্যায় পড়তে হবে না। চিন্তায় রাতের ঘুম উড়বে না। সাল বল্লা দিয়ে প্রথমে গার্ডোয়াল করা হচ্ছে। তার ভেতরে বালি বস্তা ভরে নেট বাইন্ডিং করা হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে এলাকায় আর ভাঙ্গন দেখা দেবে না। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকারের এই কাজে খুশি এলাকার কৃষকরা।

বর্ধমানের নবাবহাটে মধুচক্রের পর্দা ফাঁস: স্কুলের পাশেই অসামাজিক কার্যকলাপ, এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা,পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট এলাকায় একটি স্কুলের গা ঘেঁষে চলা একটি হোটেলে মধুচক্রের পর্দা ফাঁস করেছে বর্ধমান সদর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হোটেল সিটি ইন-এ হানা দিয়ে এই অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ৫ জন মহিলা সহ বেশ কয়েকজন পুরুষ ও হোটেলের কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নবাবহাটের এই জনবসতিপূর্ণ এলাকাটিতে, যেখানে একটি স্কুলও রয়েছে, সেখানে দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের কার্যকলাপ চলছিল। একটি সাধারণ ভাতের হোটেলের আড়ালে মধুচক্রের রমরমা ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, কীভাবে একটি স্কুল ও আবাসিক এলাকার এত কাছে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দিনের পর দিন এমন অসামাজিক কাজ চলতে পারলো? বর্ধমান সদর থানা ও মহিলা থানার

আধিকারিকরা চাইল্ড লাইন-এর সদস্যদের সহযোগিতায় এই অভিযান চালান। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মধুচক্রের নেপথ্যে থাকা মূল কারিগরদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। একই সাথে হোটেলটির মালিক এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। জনবসতিপূর্ণ এলাকায়, বিশেষ করে একটি স্কুলের এত কাছে এমন জঘন্য ব্যবসা চলার বিষয়টি তাদের হতবাক করেছে। অনেকেই বলছেন, এটি শিশু ও নারীদের সুরক্ষার উপর একটি বড় প্রশ্নচিহ্ন ছুড়ে দিয়েছে। বর্তমানে সবার নজর প্রশাসনের দিকে। এই ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা, নাকি অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আপামর জনগণ এই ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং এলাকাকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখার দাবি জানাচ্ছে।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

প্রধানমন্ত্রীর নৈশভোজে আমন্ত্রিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে জোরদার তৃণমূলের উপস্থিতি

এক পাতার পর

ভাবমূর্তি রক্ষা ও জঙ্গি দমনের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরতেই গঠিত হয় বহুদলীয় প্রতিনিধি দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝার নেতৃত্বে সফর করেছেন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায়। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব মঞ্চে পাকিস্তানের জঙ্গি মদতদানের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে ফেলে ভারতের অবস্থানকে জোরদার করা।

তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিষেকের এই আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁর নেতৃত্বে তৃণমূল কেবল জাতীয় রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিসরেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই নৈশভোজ এবং বৈঠকে মূলত আলোচনা হবে ভারতের ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কৌশল, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে। এই বৈঠক ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এবং সামরিক কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য ও বহুদলীয় প্রতিনিধিত্ব আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে ভারতের দৃঢ় অবস্থান বিশ্বদরবারে আরও বেশি স্বীকৃতি পাবে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট, তমলুকে সারারাত পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

সংবাদদাতা; তমলুকঃ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরবার গ্রামবাসীরা। বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে জানিয়েও কোনো রকম লাভ হয়নি। কখনো লো ভোল্টেজ, আবার কখনো সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন। গরমের মধ্যে প্রবল সমস্যায় পড়ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিমতলা, মান্দারগড়, দরজা গ্রামের কয়েক হাজার গ্রামবাসী। তাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন রিপিয়ারিং না হওয়ায় দিনের প্রায় সময় লোডশেডিং হয়। সোমবার রাতেও দশটা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বাধ্য হয়ে রাতেই পথ অবরোধে নামতে বাধ্য হন গ্রামবাসীরা। রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে অবরোধ। পাঁশকুড়া- তমলুক রাজ্য সড়কের নিমতলা বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এই অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বহু মাছ ও দুধের গাড়ি। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় তমলুক থানার পুলিশ। পুলিশের আশ্বাসেও অবরোধ ওঠেনি। তবে ইলেকট্রিক দপ্তরের কর্মীরা রাতভর কাজ করে ভোরে বিদ্যুৎ সংযোগ সচল হতে পরে অবরোধ ওঠে। পরে মঙ্গলবার বিডিও অফিসে বিডিও ওয়াসিম রেজ্জা, তমলুক থানার আইসি সুভাষচন্দ্র ঘোষ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও। তিনি জানান, "ইতিমধ্যে আমরা ওই এলাকায় নতুন ট্রান্সফর্মার বসানোর অর্ডার দিয়েছি। দ্রুত এই সমস্যা মিটে যাবে।"

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রচারে রায়না থানা পুলিশ

খোঁজখবর,পূর্ব বর্ধমান: পথ দুর্ঘটনা রোধে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে রাজ্য পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ'-এর প্রচার আরও জোরদার করল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রায়না থানা পুলিশের উদ্যোগে একটি বিশেষ র‍্যালি আয়োজিত হয়। ২০১৬ সালের ৮ জুলাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথ দুর্ঘটনা কমাতে ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্প চালু করেছিলেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্য পুলিশ ও জেলা পুলিশ নিরন্তর এই কর্মসূচির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার রায়না থানা মোড় থেকে শ্যামসুন্দর বাজার পর্যন্ত আয়োজিত এই র‍্যালিতে সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন সিআই (সার্কেল ইন্সপেক্টর) তপন কুমার বসাক, রায়না থানার অফিসার ইনচার্জ নিমাই ঘোষ, শ্যামসুন্দর ট্রাফিক ওসি চন্দন বৈরাগী সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও সিভিক ভলান্টিয়াররা। এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ট্রেনের বাতানুকূল কামরায় মহিলা চিকিৎসকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ,হাওড়া থেকে গ্রেফতার অধ্যাপক যাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া ও বাঁকুড়া: চলন্ত ট্রেনের বাতানুকূল কামরায় এক মহিলা চিকিৎসক-অধ্যাপকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে হাওড়া থেকে গ্রেফতার করা হল এক অধ্যাপকে।জানা গেছে,অভিযুক্ত পুরুলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মঙ্গলবার ওই অধ্যাপককে বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাঁকে সাত দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।আদালত এবং রেল পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭ মে বাঁকুড়া স্টেশনে জিআরপি থানায় হাজির হন পুরুলিয়ার সরকারি মেডিক্যাল কলেজের এক মহিলা চিকিৎসক-অধ্যাপক। তিনি শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে 'নিগৃহীতা' জানান, ২৬ মে রাতে পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের এসি কামরায় ওঠেন। পরের দিন ভোরে বিষ্ণুপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছনোর আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েন তিনি। কারণ, তাঁর এক সহযাত্রী তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। ওই অভিযোগ পেতেই নড়েচড়ে বসে বাঁকুড়া স্টেশনের রেল পুলিশ। কয়ে কদিন ধরে অভিযুক্তর খোঁজ চালানো হলেও তাঁর নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার রেল পুলিশের কাছে বিশেষ সূত্রে খবর আসে, অভিযুক্ত পেশায় অধ্যাপক। তিনি হাওড়ায় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। তড়িঘড়ি বাঁকুড়া স্টেশনের রেল পুলিশ হাওড়ায় পৌঁছে যায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বাঁকুড়া নিয়ে যায় তারা। মঙ্গলবার ধৃতকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে হাজির করে রেল পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র ৭৪, ৬৪

এবং ৬২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে রেল পুলিশ। অন্য দিকে, অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী তাপস চৌধুরী বলেন, "অভিযোগকারী প্রথমে রেল পুলিশের কাছে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। পরে তিনি বয়ান বদলে ধর্ষণের অভিযোগ যুক্ত করেন। এক জন চিকিৎসকের এই বয়ান বদল আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। আমার ধারণা, এই ঘটনার পিছনে থাকা কোনও সত্য আদালতের সামনে আসছে না। যাই হোক, পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আমার মক্কেল আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার মাঝেই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। আমার মক্কেল সমস্ত ভাবে পুলিশকে তদন্তে সহায়তা করছেন।"

ভুত নাথ মন্দিরে অনুপম হালদারের ভক্তি ভরে পুজো

পারিজাত মোল্লা, মানুষই মূল - ভুতনাথ মন্দিরে অনুপম হালদারের নীরব পূজো। যখন চারপাশে আলো, ক্যামেরা - ঝলকানি—সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয়েন্ট কমিশনার (রেভিনিউ) অনুপম হালদার দেখালেন এক অন্যরকম উদাহরণ।

প্রকৃতিপ্রেমী, পুরস্কারপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফার, আবার অন্যদিকে ভূতনাথ মন্দিরের এক নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা—এই পরিচিত মুখটি এসেছিলেন ভুতনাথ মন্দিরে একান্ত নিজের মনের মতো করে পূজো দিতে। তিনি উত্তরের উদ্দেশ্যে বলেন, "পুজো করার জন্য এসেছি। বাবার পুজো মন প্রাণ দিয়ে করলাম। আমি জানতাম, এখানে অনেক সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ থাকেন। তাই যতটা পেরেছি, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম," — ।

তিনি এসেছিলেন পুজো দিতে, আর মন থেকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সাহায্য করতে। পুজো দেওয়ার পর ভুতনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকার অনাথ ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়েছেন। কারও হাতে জামা কাপড় দিয়ে সাহায্য, তো কারও মুখে একটু হাসি—সবটাই নীরবে। তিনি আরও বলেন— "মানুষের পাশে থাকাটাই আমার আসল কাজ। আমি চাই এই মানুষগুলো ভালো থাকুক। আমার এই পদ যদি কারও মুখে একটুখানি হাসি আনতে পারে, সেটাই আমার পুরস্কার।"

যেখানে অনেকেই জনসংযোগ বাড়াতে সাহায্যের ছবি তুলিয়ে থাকেন, সেখানে অনুপমবাবুর এই নিঃশব্দ সহানুভূতির বার্তা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য এক আলোকবর্তিকা।

সুদের টাকা সময় মতন না দেওয়ায় শ্লীলতাহানি!

অত্রি চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী : নিয়মিত সুদের টাকা না দেওয়ায় রাতে বাড়িতে ঢুকে দম্পতিকে মারধর ও শীলতাহিনির মতো অভিযোগ উঠল। ইতিমধ্যে এক সুদ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ধৃত ওই সুদ ব্যবসায়ী এর নাম কৃষ্ণ ঘোষ। তার বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পাটুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটকপাড়া এলাকায়। ধৃতকে কালনা মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। অভিযোগকারীনির দাবি, সুদে টাকা নিয়েছিলাম, এরপর ধীরে ধীরে সুদসহ আসল টাকা মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ ঘোষ তাকে হুমকি দিয়ে আরও সুদের টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। কয়েক মাস আগে ওনাকে সুদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপরেও আরও সুদের টাকা পেতে উনি হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগকারীনির দাবি তিনি এবং তার স্ত্রী আমার বাড়িতে এসে আমাকে এবং আমার স্বামীকে বেধড়ক মারধর করে পাশাপাশি আমার শ্রীলতাহানি করেন বলেও অভিযোগ। অন্যদিকে ধৃত ব্যক্তিকে যখন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা প্রশ্ন করে তখন তিনি কিছু বলতে চাননি। গোটা ঘটনা কে ঘিরে তুমুল আলোড়ন ছড়িয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের,ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা,মুর্শিদাবাদ:মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের নিউ ফরাক্কার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ট্রাফিক মোড়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃত বৃদ্ধের নাম মহাদেব হালদার(৬৫)।তার বাড়ি ফরাক্কার বিন্দুগ্রাম। জানা যায়, মহাদেব মন্ডল মোটরবাইক নিয়ে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে ১৬ চাকার লরির সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। এরফলে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।এই ঘটনায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ ফরাক্কার বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কা প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি মইনুল হক।তিনি কথা বলেন মৃতের পরিবারের সঙ্গে এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে

ARO Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on

- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465